নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা লইয়া আলোচনা করিব।

প্রথম সমস্যা

নদীয়াতে কি কখনও সেনরাজগণের রাজধানী ছিল? ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন মুহম্মদ খল্‌জি কি এই নদীয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন? বাংলার ইতিহাসের খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা জানেন, তবকত্-ই-নাসিরি গ্রন্থে মিনহাজুদ্দিন সিরাজ লিখিত ইখ্‌তিয়ারুদ্দিনের নদীয়া-বিজয়, এবং নদীয়া হইতে লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের বিবরণ, এই দেশে ইতিহাস-আলোচনার আদিযুগে সকলেই বিশ্বাস করিতেন। সেই বিবরণ এতই সুপরিচিত যে এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এবং রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধ ১৯১৩ সনের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন বৎসরে ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন যখন বাংলা রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন লক্ষ্মণ সেন জীবিতই ছিলেন না,—তখন তাঁহার পুত্রগণের রাজত্ব চলিতেছিল। লক্ষ্মণাবতী টাকশালে ৬৫৩ হিজরি=১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত (*Catalogue of Coins in the Indian Museum*, Vol II, p. 146. No. 6) সুলতান মুঘিসুদ্দিন য়ুজবকের একটি মুদ্রাতে লিখিত আছে যে উহা নদীয়ার খাজানা বাবদ মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন যে নববিজিত দেশেরই নাম এই ভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে, কাজেই নদীয়া ঐ বৎসরই বিজিত হয়, ইহার পূর্ব্বে নহে। কাজেই তবকত্-ই-নাসিরির নদীয়া-বিজয়-বিবরণ মিথ্যা।

সপ্তদশ-অশ্বারোহী-সহচর ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন নদীয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং বাংলা-বিহারের অধিপতি বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণ সেন সেই আক্রমণে নদীয়া ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে বাঙ্গালীর আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগে,—স্বদেশীর যুগে এই আঘাত তীব্রতর হইয়া লাগিয়াছিল। তাই বাংলার ইতিহাসের এই দুই দিক্‌পাল, প্রায়-সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিন্‌হাজের উক্তি উড়াইয়া দিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া-ছিলেন। সেই ১৯১৩ হইতে আজ পাদশতাব্দ অতীত হইয়া গিয়াছে। নানাবিধ প্রমাণে এখন বঙ্গের সম্ভবতঃ সমস্ত ঐতিহাসিকই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে রাখালবাবুর প্রমাণাবলী একটাও ঘাতসহ নহে। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন যখন নদীয়া আক্রমণ করেন, তখন বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণ সেনই বাংলার রাজা এবং তাঁহার রাজত্ব পূর্ব্ববঙ্গে সম্ভবতঃ ইহার পরেও কয়েক বৎসর চলিয়াছিল।

লক্ষ্মণ সেনের আমলে নদীয়ায় সেন-রাজধানীর সুস্পষ্ট চিহ্ন বল্লাল-দীঘি এবং বল্লাল-ঢিবিতে রহিয়া গিয়াছে। বল্লাল-দীঘির নামেই উহার অবস্থান বল্লাল-দীঘি গ্রাম নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বল্লাল-ঢিবি উহার সংলগ্ন উত্তরে বামুনপুকুর গ্রামে অবস্থিত।*

* ৪″=১ মাইল স্কেলে মূল রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপ অঙ্কিত হইয়াছিল। উহা হইতে ১″=১ মাইল স্কেলে মেন সার্কিট ম্যাপ প্রস্তুত হয়। আমার প্রদত্ত মানচিত্র এই মেন সার্কিট ম্যাপের নকল। মূল রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে দেখিলাম, বল্লাল ঢিবিটিকে Site of Ballal Sen's Old Rajbari বলিয়া লিখিত হইয়াছে। উহা হইতে আরও একটি বিচিত্র ব্যাপার দেখা গেল। বিক্রমপুর রামপালের বল্লাল-দীঘি প্রায় ৭৩৩ গজ লম্বা, নদীয়ার বল্লাল-দীঘি ৮২৫ গজ লম্বা। বিক্রমপুরের দীঘিটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, নদীয়ার দীঘিটি কিন্তু পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা! কোন কোন দীঘি কেন যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা করা হইত, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আজিও পাই নাই।

গঙ্গানগর
বামুন পুকুর
বল্লাল দীঘি
ভাগীরথী
জলঙ্গী
উ
সহর নদীয়া
প্রাচীন ভাগীরথী
গাদিগাছা
পারডাঙ্গা
মাজিদা
১৮৫৪ সনের রেভিনিউ সার্ভে মানচিত্র অনুসারে
০ ১ ২ ৩

চৈতন্যের নগর-সঙ্কীর্ত্তনের পথানুসরণ
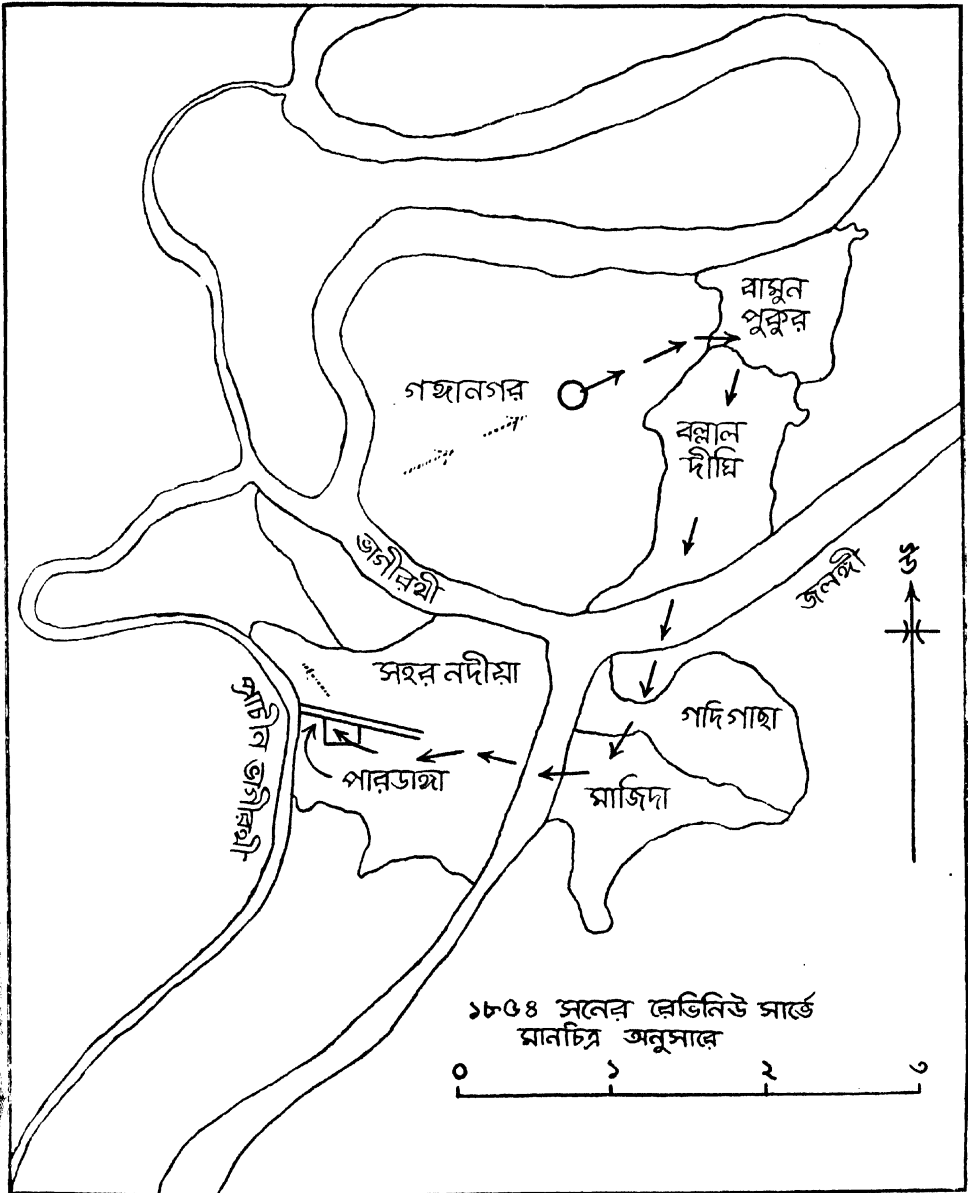
১৮৫৪ সনে যখন এই স্থানের রেভেনিউ সার্ভে হয় এবং মানচিত্র প্রস্তুত হয়, তখন ভাগীরথীর মূল প্রবাহ বামুন-পুকুরের অব্যবহিত উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইত। (মানচিত্রের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য)। ভাগীরথীর প্রবাহ বর্ত্তমানে এই খাত হইতে সরিয়া গিয়াছে। (আধুনিক মানচিত্র দ্রষ্টব্য) সেন-আমলে এই খাতেই ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। গঙ্গাপ্রবাহের যথা-সম্ভব নিকটবর্ত্তী থাকাই গঙ্গাতীরে রাজধানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল। এই অনুমান সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে সেন-রাজধানী নদীয়া নগরী গঙ্গার দক্ষিণ তীর জুড়িয়া সেই আমলে অবস্থিত ছিল। মিন্‌হাজের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলি বিচার্য্য।

"The fame of the intrepidity, gallantry and victories of Muhammad-i-Bakhtiyar had also reached Rai Lakhmaniya, *whose seat of Government was the city of Nudiah.*" Raverty. P. 554.

"Muhammad-i-Bakhtiyar suddenly appeared before the *city of Nudiah.*" *Ibid.* P. 557.

"Most of the Brahmins and inhabitants of that place (*i. e.*, Nudiah) left and retired into the province Sonkanat, the cities and towns of Bang and towards Kamrud." *Ibid.* P. 557.

এই সমস্ত হইতেই নদীয়া যে বড় শহর ছিল এবং ইখ্‌তিয়ারুদ্দিনের আক্রমণের সময় রাজা তথায় বাস করিতেছিলেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নহে। গঙ্গার দক্ষিণ পার হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে চারি-পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত এই শহর বিস্তৃত ছিল। মনে রাখিতে হইবে, এই সময় জলঙ্গী নদী এই স্থানে ছিল না; কাজেই গঙ্গার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব তীর জুড়িয়া বেশ জমাট শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিক্রমপুরে সেন-রাজগণের সরকারী রাজধানী ছিল, নদীয়া এবং লক্ষ্মণাবতীতে অপর দুই রাজধানী ছিল। সেন-রাজগণের সর্ব্বপ্রাচীন রাজধানী নদীয়াতেই ছিল, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

বাংলার ইতিহাস যাঁহারা কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, সেন-বংশের সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মণ সেনের পিতামহ বিজয় সেন। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ীর পবনদূতে দক্ষিণ দিক হইতে আগত পবনকে কবি ত্রিবেণীর পরেই, স্কন্ধাবার এবং রাজধানী বিজয়পুরে, যাইতে বলিয়াছেন। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই বোধ হয় যে ইহা নদীয়া নগরীস্থিত সেন-রাজধানী ভিন্ন অন্য কোন স্থান হইতে পারে না। ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের উত্তরে অবস্থিত, বল্লাল-দীঘি এবং বল্লাল-ঢিবি চিহ্নিত, প্রাচীন সেন-রাজধানী নদীয়া নগরীকে অতিক্রম করিয়া অন্য কোন অজ্ঞাত অখ্যাত স্থানে বিজয়পুর অবস্থিত ছিল,—এই কল্পনার সার্থকতা দেখি না। এই বিচারে নদীয়ারই প্রাচীন নাম বিজয়পুর ছিল—এই সম্ভাবনাই স্পষ্টীকৃত হয়।* কাজেই সেন-বংশের প্রথম বিখ্যাত রাজা বিজয় সেনের নামানুসারে কৃতনামা রাজধানী বিজয়পুর সেন-বংশের প্রাচীনতম রাজধানী ছিল। বিক্রমপুর পরে বিজিত হয় এবং যে কারণে জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইস্‌লাম খাঁ বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকায় স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হন, সেই কারণেই বাংলার সরকারী রাজধানী সেন-যুগে নদীয়া-বিজয়পুর হইতে বিক্রমপুরে স্থানান্তরিত হইয়া থাকিবে। উত্তরবঙ্গ এবং বিহার হইতে পাল-বংশের রাজত্ব নিঃশেষে লুপ্ত হইলে পাল-রাজধানী রামাবতী ও মদনাবতী লক্ষ্মণাবতী নামে বিখ্যাত হইয়া উঠে। সুলতানী আমলে লক্ষ্মণাবতীতেই সুলতানগণের রাজধানী ছিল। লক্ষ্মণাবতীর "গৌড়" নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক। হুমায়ুন এই নগরের নাম রাখেন জান্নতাবাদ। আইন-ই-আকবরীতে আবুলফজল্ লিখিয়াছেন—

"জান্নতাবাদ একটি প্রাচীন শহর। কিছুকাল ইহা বাংলার রাজধানী ছিল এবং লক্ষ্মণাবতী নামে বিখ্যাত ছিল। কিছুদিন ইহা গৌড় নামেও পরিচিত ছিল।" (Trans. Jarret. II. P. 122)

গোর (কবর) শব্দের সহিত গৌড়ের ধ্বনিসাদৃশ্য হুমায়ুনের ভাল লাগিল না, তিনি গৌড় নাম বদলাইয়া জান্নতাবাদ করিলেন।

মুঘিসুদ্দিন যুজবকের ৬৫৩ হিজরিতে লক্ষ্মণাবতী

* পবনদূতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম-এ, মহাশয় পবনদূতের ভূমিকায়, পৃ. ২৫-২৬, অনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন।
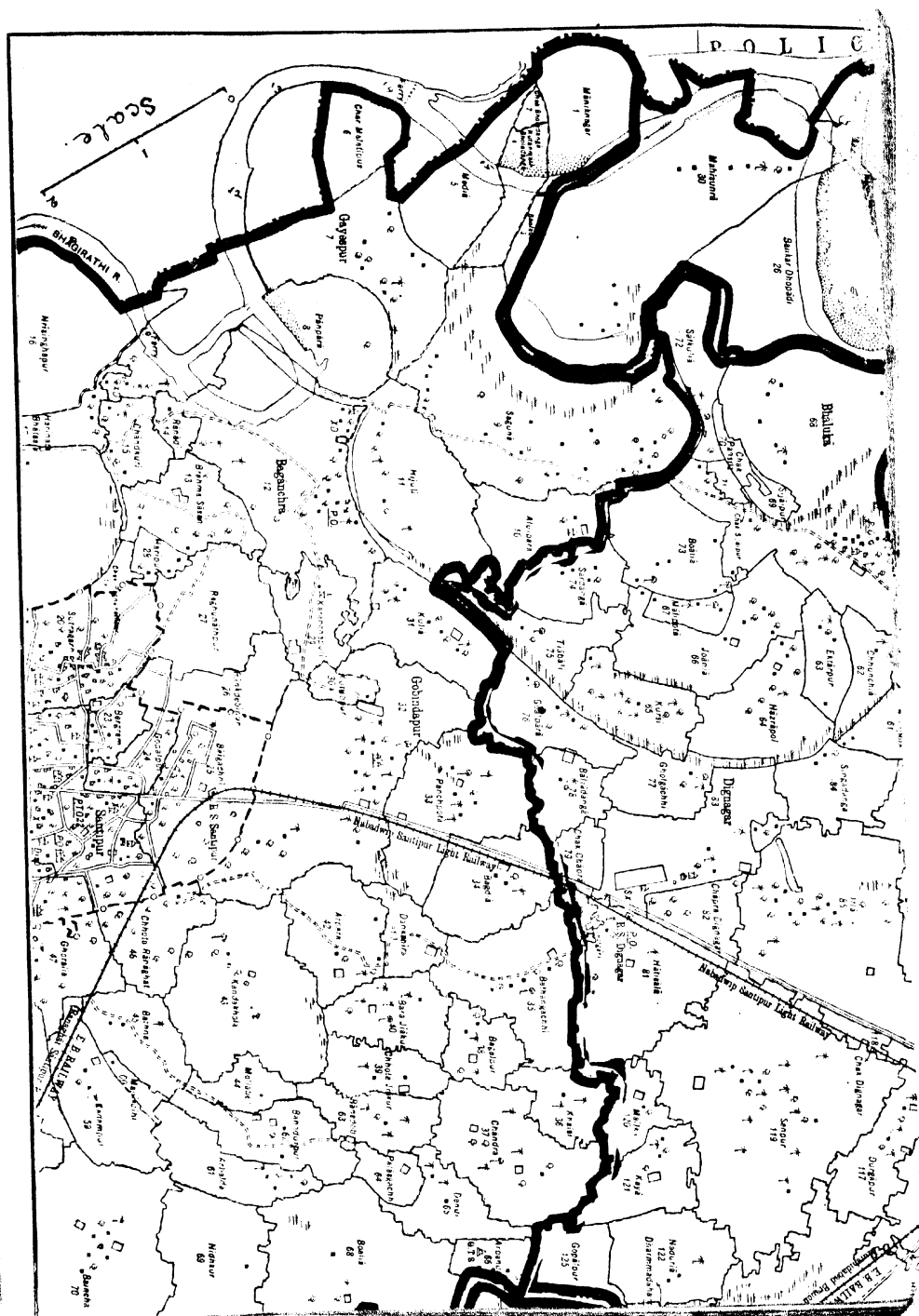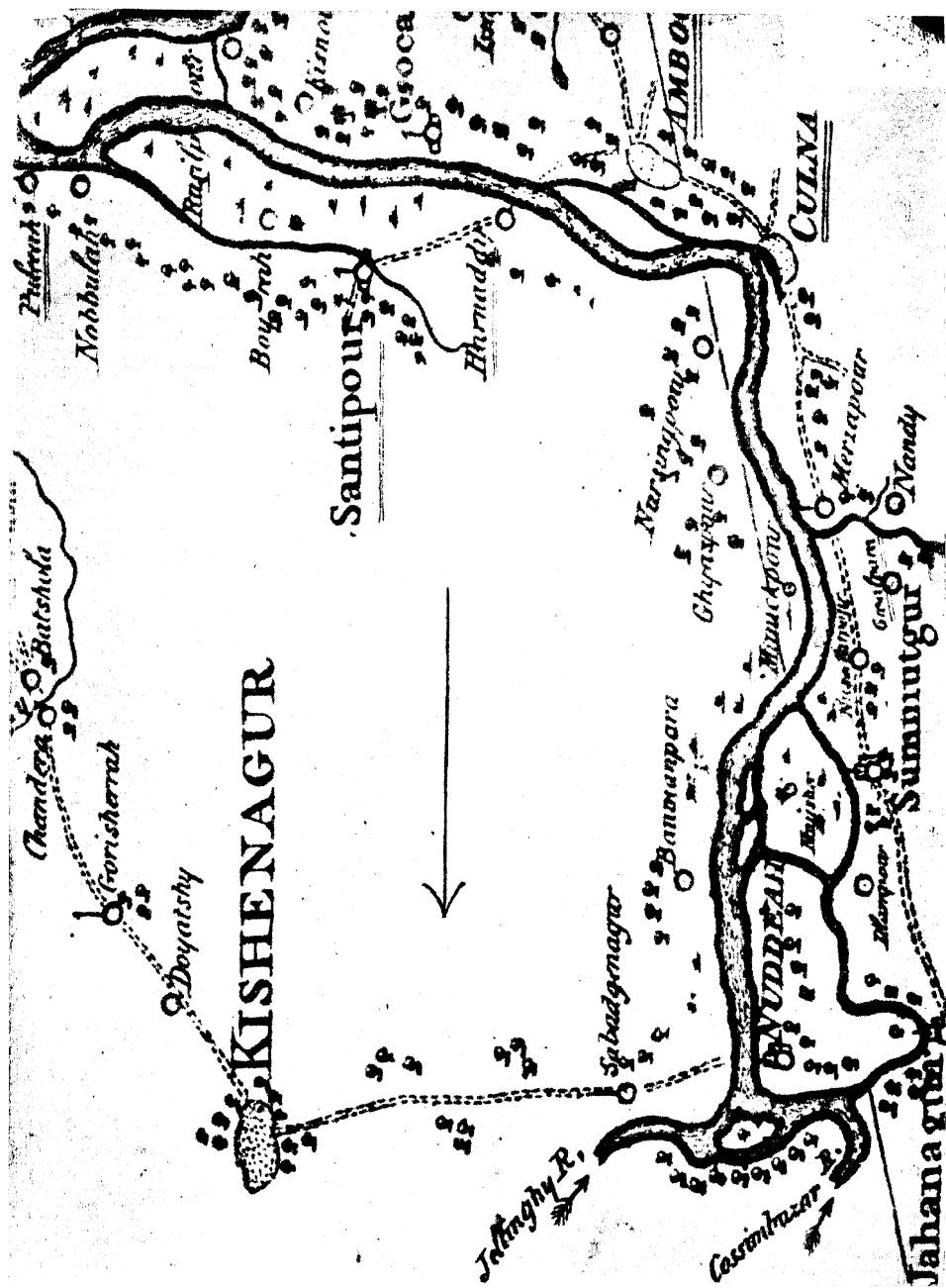
টাকশালে মুদ্রিত মুদ্রায় নদীয়ার নাম দেখিয়া রাখাল-বাবু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে ঐ বৎসরই নদীয়া বিজিত হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে,—এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায় না। প্রথম কথা এই যে, বাংলায় মুসলমান-প্রতিষ্ঠিত আদি রাজ্য প্রায় শতাব্দ পর্য্যন্ত গঙ্গার উত্তরে মালদহ ও দিনাজপুর জেলা এবং গঙ্গার দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার উত্তরাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রবল উড়িষ্যা-রাজগণের প্রতিবন্ধকতায় দক্ষিণ দিকে উহা বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। সেনরাজগণ পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থান করিলে, নদীয়া অঞ্চল করতলগত রাখার মত বল আদি মুসলমান সুলতানগণের ছিল কিনা সন্দেহ। কাজেই নদীয়া প্রথমে বিজিত হইয়া থাকিলেও রাজ-নৈতিক কারণে পরিত্যক্ত এবং ৬৫৩=১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ব্বিজিত হওয়া অসম্ভব নহে। দ্বিতীয় কথা এই যে, বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির ১৯২২ সনের পত্রিকায় ৪১০ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন সাহেব দেখাইয়াছেন যে, মুঘিসুদ্দিনের মুদ্রায় যেমন "মিন্ খরাজ নদীয়া" অর্থাৎ "নদীয়ার রাজস্ব হইতে" এই কথা কয়টি আছে, পরবর্ত্তী সুলতান রুকনুদ্দিনের ৬৯০ হিজরির মুদ্রায় আছে—"মিন্ খরাজ বঙ্গ" এবং সুলতান জলালুদ্দিনের ৭০৯ হিজরির মুদ্রায়ও আছে "মিন্ খরাজ বঙ্গ"। রাখালবাবুর যুক্তি মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হয়, এক সুলতান বঙ্গ, অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ জয় সমাপ্ত করিবার কয়েক বৎসর পরেই আবার অপর সুলতানকে বঙ্গ জয় করিতে হইয়াছিল। কাজেই এই যুক্তি ঘাতসহ নহে। নদীয়ায় যে অন্যতম সেন-রাজধানী ছিল এবং ইখ্তিয়ারুদ্দিন মুহম্মদ খল্জি এই রাজধানীই আক্রমণ করিয়াছিলেন, প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিকের লিখিত এই বিবরণে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বল্লাল-ঢিবি খুঁড়িলে সেন-রাজত্বের অনেক স্পষ্টতর চিহ্ন আবিষ্কৃত হইতে পারে। ভারতীয় প্রত্নবিভাগ বাংলা দেশকে অতিমাত্রায় অবহেলা করিয়া আসিতেছেন। পাহাড়পুর-খননের ফলে দেখা গিয়াছে, বাংলা দেশের ঢিবিসমূহ উপেক্ষার বস্তু নহে। প্রত্ন-বিভাগের পূর্ব্বচক্রের অধ্যক্ষ প্রত্নপ্রেমিক শ্রীযুক্ত ননী-গোপাল মজুমদার মহাশয়ের দৃষ্টি আমরা সাম্বনয়ে বল্লাল-ঢিবির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

দ্বিতীয় সমস্যা

দ্বিতীয় সমস্যা, নদীয়া শহরের পরবর্ত্তী ইতিহাস এবং চৈতন্যের জন্মকালীন নদীয়ার অবস্থিতি নির্ণয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, মিন্হাজ বলিয়াছেন যে মুসলমান আক্রমণের ভয়ে নদীয়ার বহু অধিবাসী জগন্নাথ (উড়িষ্যা) বঙ্গ ও কামরূপে পলাইয়া গিয়াছিল। মিন্হাজ বলেন, "মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ার নদীয়াকে জনশূন্য অবস্থায় ফেলিয়া লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপিত করিলেন।" (Raverty, p. 558.) এই বিধ্বস্ত নদীয়া নিশ্চয়ই বহুদিন পর্য্যন্ত জনহীন অবস্থায় পড়িয়া ছিল। মুসলমান আধিপত্য মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের উত্তরাংশে সীমাবদ্ধ হইলে ধীরে ধীরে লোকজন আবার নিজ নিজ বাড়ী-ঘরে ফিরিতে লাগিল। এই সম্পর্কে বাঙ্গলার বিনষ্ট নগরীগুলির বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা শিক্ষাপ্রদ হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের বিনষ্ট নগরীগুলির সহিত আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আছি। ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমাস্থ গৌরবময়ী সেন-রাজধানী বিক্রমপুর নগরী অধুনা রামপাল নামে পরিচিত। প্রাচীন রাজধানী প্রায় ৫×৫ মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত ছিল।* এই প্রকাণ্ড নগরের শেষ চিহ্ন আজ নগরের কেন্দ্রে স্থিত পরিখাবেষ্টিত বল্লাল-বাড়ী এবং নগরের সীমার মধ্যে অবস্থিত অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আর তাহাদের তীরে তীরে "দেউল" নামে পরিচিত বহুসংখ্যক দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীন নগর এখন প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামে বিভক্ত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীন রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমাংশ অদ্যাপি নগর-কস্‌বা নামে পরিচিত। অনেকেই জানেন, কস্‌বা একটি পারসী শব্দ এবং উহা "নগর" শব্দের সমানার্থক। এই নগর-কসবা অদ্যাপি ধনী বণিকগণের আবাসস্থল এবং সৌধ-প্রাচুর্য্যে নগরভ্রান্তি আনয়ন করে। বিক্রমপুর নগরের

* প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৪, সংখ্যায় মুদ্রিত মদীয় "প্রাচীন বঙ্গে দারু-ভাস্কর্য্য" প্রবন্ধে প্রকাশিত শ্রীবিক্রমপুর নগরীর মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

শেষ যে বর্ত্তমান নগর-কস্‌বা, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই এই কথা স্বীকার করিবেন। ঢাকা জেলায় প্রাচীনতর একটি নগর সাভারে অবস্থিত ছিল। তথায়ও ধনী বণিকগণের বাসভূমি, সৌধপ্রাচুর্য্যে নগরভ্রান্তি আনয়নকারী অনুরূপ অবশেষ অদ্যাপি রহিয়া গিয়াছে। ঢাকা জেলার অন্যতম প্রাচীন নগর সুবর্ণগ্রাম সম্বন্ধেও অবিকল সেই কথাই প্রযোজ্য—তথায়ও অনুরূপ অবশেষ পানাম নামে পরিচিত এবং ধনী বণিকগণের আবাসস্থল। বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত শ্রীপুর নগরেরও কেদারপুর নামে পরিচিত অনুরূপ অবশেষ বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত প্রাচীন নগরেরই এইরূপ অবশেষ শত শত বৎসর পরেও বর্ত্তমান থাকিতে দেখিয়া মনে হয়, বিধ্বস্ত নবদ্বীপেরও অনুরূপ অবশেষ বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছিল। চৈতন্যের নগর-ভ্রমণের এবং নগর-সঙ্কীর্ত্তনের বিবরণে বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপের পাড়াগুলির যে পরিচয় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, * তাহাতে দেখা যায়, সমস্ত প্রাচীন নগরীর মত,—এমন কি ইংরেজ রাজধানী কলিকাতারও মত, নবদ্বীপ নগরে শাঁখারীপাড়া, তাঁতীপাড়া, গোয়ালপাড়া, বানিয়াপাড়া, মালীপাড়া, তাম্বুলীপাড়া ইত্যাদি বর্ত্তমান ছিল। মধ্যখণ্ডের ২৩শ অধ্যায় হইতে বুঝা যায়, শিমলিয়া গ্রামে কাজিপাড়ার দক্ষিণে, ঐ আমলের অবশেষ নবদ্বীপ নগরীর পূর্ব্বাংশে, শাঁখারীপাড়া, তাঁতীপাড়া ইত্যাদি অবস্থিত ছিল। গঙ্গার তীরে তীরে ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ছিল। ঢাকা জেলায় শ্রীবিক্রমপুর নগরীর আয়তন যেমন কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, নবদ্বীপের আয়তনও তেমনি অনেকগুলি পাড়ায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। নগরের অবশেষ গঙ্গাতীর-সংলগ্ন হইয়াছিল।

ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে বর্ত্তমান কালে গঙ্গা আধুনিক নবদ্বীপের পূর্ব্বভাগ দিয়া প্রবাহিত বটে, কিন্তু পূর্ব্বে উহা নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইত। বঙ্গের প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য মানচিত্র ভেন্‌ডেন্‌ব্রুকের মানচিত্র ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত হইয়াছিল। (Hunter's *Statistical Account of the 24 Parganas and Sundarbans.* Dr. Blochmann's *Note in the Appendix*. P. 61) এই মানচিত্র হইতে আবশ্যক অংশের বর্দ্ধিতায়ন চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে দেখা যাইবে, এই সময় নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। ইহার কিঞ্চিদধিক শতাব্দ পরে অঙ্কিত (১৭৬৪ খ্রীঃ) রেণেল সাহেবের মানচিত্রের সহিত ব্রুকের মানচিত্র মিলাইলেই দেখা যাইবে যে, নবদ্বীপের পশ্চিমস্থ গঙ্গাপ্রবাহ তখন পর্য্যন্ত অঙ্কনযোগ্য ও সচল আছে বটে, কিন্তু গঙ্গার প্রধান স্রোত নবদ্বীপের উত্তর দিয়া নবদ্বীপের পূর্ব্ববাহিনী হইয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের পশ্চিমস্থ ভাগীরথীর এই প্রাচীন খাত বর্ষায় আজিও সচল হয়। পূর্ণ বর্ষাকালে আমি ইহার উপরে নৌকাযোগে ভ্রমণ করিয়া ইহার খাতের পরিসর প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সরকারী সার্ভে-বিভাগের আধুনিকতম মানচিত্র এই সঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে। দেখা যাইবে যে, অদ্যাপি এই খাত মানচিত্রে অঙ্কিত হয় এবং অদ্যাপি উহাই নদীয়া ও বর্দ্ধমান জেলার সীমানা, নদীয়ার পূর্ব্বস্থ আধুনিক প্রবাহটি নহে।

এই প্রাচীন খাতের পূর্ব্বতীরেই চৈতন্যের আমলের নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপল্লী অবস্থিত ছিল, চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা হইতে ইহাই বুঝা যায়। মানচিত্রে চৈতন্যের নগরকীর্ত্তনের পথ অনুধাবন করিলে এই বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

শতবার-উক্ত কথার পুনরুক্তি অনাবশ্যক, আমি অতি-সংক্ষেপে বিষয়টির অবতারণা করিতেছি।

চৈতন্যভাগবতে আছে, চৈতন্য গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া আপনার বাড়ীর ঘাটে আগে বহু নৃত্য করিয়া মাধাইয়ের ঘাটে গেলেন। পরে বারকোণা ঘাট ও নাগরিয়া ঘাট দিয়া গঙ্গানগর গ্রাম হইয়া শিমুলিয়া গেলেন। তথায় কাজির ঘরদুয়ার ভাঙিয়া কাজিকে দণ্ড করিলেন। শিমুলিয়া গ্রাম বর্ত্তমানে বামুনপুকুর নামে পরিচিত, তথায়ই অদ্যাপি এই চৈতন্য-দণ্ডিত এবং সেই কারণে বৈষ্ণবগণের শ্রদ্ধেয় কাজির কবর বিদ্যমান আছে। চৈতন্যের নিজের ঘাট, মাধাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট,

* চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়। মধ্যখণ্ড ২৩শ অধ্যায়। অমৃতবাজার পত্রিকা আপিস হইতে প্রকাশিত সংস্করণ।

নাগরিয়া ঘাট কোথায় ছিল আমরা জানি না। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই বুঝা যায়, নবদ্বীপের বহুসংখ্যক ঘাটের মধ্যে বৃন্দাবনদাস মাত্র চারিটি বিখ্যাত ঘাটের নাম করিয়াছেন। যাহা হউক, এই ঘাটগুলি কোথায় ছিল, আমরা জানি না। কিন্তু গঙ্গানগরের অবস্থান রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে দেওয়া আছে। ঐ ম্যাপের নকল এই স্থানে প্রদত্ত হইল। উহাতে গঙ্গানগরের সংস্থান দ্রষ্টব্য। এই স্থান হইতে বামুনপুকুর-শিমুলিয়া প্রায় দেড় মাইল পূর্ব্বোত্তর কোণে। ইহার আগে চৈতন্য পিছনে অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গাতীর ছাড়িয়া আসিয়াছেন।

শিমুলিয়া হইতে চৈতন্য শাঁখারীপাড়া ও তাঁতীপাড়া হইয়া দক্ষিণে গাদিগাছা গ্রামে পৌছিলেন। এখন এইরূপে যাইতে হইলে মধ্যে জলঙ্গী নদী পড়ে এবং উহা পার না-হইয়া গাদিগাছা যাইবার উপায় নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই ব'লয়াছি, তখন জলঙ্গীর এই খাত ছিল না এবং শিমুলিয়া হইতে গাদিগাছা পর্য্যন্ত অখণ্ড স্থান ছিল। ইহার পরে চৈতন্যভাগবতে সামান্য একটু পাঠভেদ লক্ষিত হয়। শিমুলিয়া হইতে দক্ষিণে চলিয়া (গাদিগাছা যাইতে দক্ষিণেই চলিতে হয়) শাঁখারীপাড়া ও তাঁতীপাড়া হইয়া এবং খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়ীতে জলপান করিয়া—"নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি"—অর্থাৎ তিনি town properএ ফিরিয়া আসিলেন। কোন্ পথে ফিরিলেন সেইখানেই একটু পাঠভেদ আছে। গৌড়ীয় মঠের প্রকাশিত চৈতন্যভাগবতে আছে :—

গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়।

অমৃতবাজার প'ত্রকা আপিস হইতে প্রকাশিত চৈতন্য-ভাগবতেও এই পাঠই আছে। কিন্তু ৪০৪ চৈতন্যাব্দে মুদ্রিত শিশিরবাবুর সম্পাদিত আদি সংস্করণে নাকি পাঠ ছিল—

গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়।

রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর ১৩৪১ সনের ভাদ্র মাসের 'ভারতবর্ষে' "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, তিনি চৈতন্যভাগবতের ১২৩৯ সনের একখানি যে হাতের লেখা পুঁথির পাঠ দেখিয়াছিলেন তাহাতেও—

গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়।

এই পাঠই আছে। (ঐ প্রবন্ধ, ৩৫২ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় স্তম্ভ, পাদটীকা)। আমি ঢাকা-মিউজিয়মের পুঁথিশালার দুইখানা এবং ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় তিনখানা পুঁথি দেখিয়াছি। ফল নিম্নে দেখান গেল।

গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়।—

D. M. MS. No. 26, মধ্য, ১৮৮ পাতা। Undated.
D. U. MS. No. 4497 from Mathrun, Dt. Burdwan. P. 146/2. Undated
D. U. MS. No. 205. Page 67/1, from Dt. Midnapur Date 1207 B. S.

গাদিগাছা পরডাঙ্গা দিয়া প্রভু যায়।—

D. M. No. 25—খ. P. 145/1, undated.
D. U. No. 2352 B. P. 139/1. Date 1165 B. S.

কাজেই মাজিদার নাম কোন পুঁথিতেই পাওয়া গেল না, শিশিরবাবুর সংস্করণেও ছিল না। যাহা হউক, গৌড়ীয় সংস্করণের সম্পাদক এবং অমৃতবাজার পত্রিকা আপিসের সংশোধিত সংস্করণের সম্পাদক যদি এই লাইনটি—"গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়", এই আকারে কোন পুঁথিতে পাইয়া থাকেন, তাহা অবশ্যই—"গাদিগাছা মাজিদা পারডাঙ্গা দিয়া যায়"—এইরূপে সংশোধ্য। কারণ রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে এই তিন স্থানেরই অবস্থান স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে যে পারডাঙ্গার অবস্থান এমন স্পষ্টরূপে দেখান আছে, এই তথ্যটি উপেক্ষা করাতেই এত গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। সঙ্গীয় রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপের প্রতিলিপিতে পারডাঙ্গার অবস্থান দ্রষ্টব্য। চৈতন্য শিমুলিয়া হইতে রওনা হইয়া গাদিগাছা, (মাজিদা) পারডাঙ্গা দিয়া আপনার নিবাস ঐ সময়ের নবদ্বীপ নগরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই গঙ্গানগর হইতে পারডাঙ্গা পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার গমনপথ স্পষ্ট অনুসরণ করিতে পারি। এই সমস্ত স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে অঙ্কিত আছে। মানচিত্র দেখিলে সন্দেহমাত্র থাকিবে না যে চৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপল্লী প্রাচীন গঙ্গার খাতের পূর্ব্বে এবং গঙ্গানগর ও পারডাঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জলঙ্গী নদী ঐ সময় উহার বর্ত্তমান

খাতে প্রবাহিত ছিল না। রুকের মানচিত্র দেখিলেই উহার সেই সময়কার খাতের অবস্থান বুঝা যাইবে। রুকের মানচিত্রে এই স্থানে একটু নামের গোলমাল আছে। রুক আম্বোয়া উত্তরে এবং আম্বোক অর্থাৎ অম্বিকা=কালনা দক্ষিণে দেখাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বিপরীত হইবে। কাজেই রুকের ম্যাপে যথায় আম্বোয়া চিহ্নিত আছে, উহা প্রকৃতপক্ষে অম্বিকা-কালনা। উহারই বিপরীত দিকে অর্থাৎ শান্তিপুরের অব্যবহিত উত্তরে জলঙ্গী আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। চৈতন্য যখন ফুলিয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন এই নদীরই খেয়াঘাটে নবদ্বীপ-বাসীর ভিড় হইয়াছিল। এই নদীর খাত অদ্যাপি স্পষ্ট বিদ্যমান এবং আধুনিকতম মানচিত্রগুলিতেও উহা স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। থানা কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের মানচিত্র দ্রষ্টব্য। রুক এই নদীর নাম লিখিয়াছেন জলগাছি (Galgatese) নদী। ইহা জলঙ্গী ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত এবং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত গোবিন্দদাসের করচার প্রথম পৃষ্ঠায় শান্তিপুর-নিবাসী সুকবি শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক সাহেব-লিখিত একটি পাদটীকা আছে। উহাতে জলঙ্গীর এই প্রাচীন খাতটির সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া আছে, যথা :—

"বর্ত্তমান নবদ্বীপের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে, গঙ্গানদীর পূর্ব্বপারে এবং প্রাচীন নবদ্বীপের অর্থাৎ মেয়াপুর ও বামনপুকুরিয়া পল্লী-দ্বয়ের দেড় মাইল দক্ষিণে খড়িয়া বা জলঙ্গী নদীর দক্ষিণ ধারে মহেশগঞ্জ গ্রাম আছে। মহেশগঞ্জের দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া একটি প্রাচীন জলপ্রবাহের খাত টেংরা, আমঘাটা, গঙ্গা-বাস, উশিদপুর, ভালুকা, কুঁদপাড়া, শিঙ্গাডাঙ্গা, কুশি, টেরাবালি, গোয়ালপাড়া কুলে, হিজুলী বাঁকীপুর প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রায় পাঁচ ছয় মাইল চলিয়া আসিয়া বাগাঁচড়া গ্রামে বাগ্দেবীর খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ খাতটির স্থানে স্থানে কালের গতিতে মাটি ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং ইহা স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যেমন অলকার বিল, গোপেয়ার বিল এবং বাগ্দেবীর খাল, ইত্যাদি। বাগ্দেবীর খাল বাগাঁচড়া গ্রামের উত্তর দিয়া গঙ্গানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বর্ষাকালে গঙ্গার জল এই খালে প্রবেশ করিয়া থাকে। প্রাচীনকালে ইহা যে একই জলপ্রবাহে পরিণত ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।"

ইহাই জলঙ্গীর প্রাচীন প্রবাহের খাত। রুক ইহারই খাত তাঁহার মানচিত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রুকের মানচিত্র অঙ্কনের কালে জলঙ্গী যে এই খাতে প্রবাহিত ছিল, তাহার অপর একটি সমসাময়িক প্রমাণও আছে। হেজেস্-এর ডায়েরীর প্রথম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৬৮২ সনের অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে ঢাকা যাইবার পথে হেজেস্ ফুলিয়ায় নৌকা রাখিয়া প্রকাণ্ড একটি গাছের ছায়ায় ভোজন সমাপ্ত করেন। ১৫ই এবং ১৬ই অক্টোবরের ডায়েরী এই অঞ্চলের ইতিহাসের পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয়, তাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

October 15.—Being Sunday, we dined ashore at Pulia, under a great shady tree near Santapore, where all our Saltpetre boats are ordered to stop, till we can have assurance from Parme-suradass, that we shall receive and send it on our sloops, after entrys were made of it. At this place, Mr. Wood who has charge of ye Petre boats came to me. I gave him a letter to Mr. Beard to be sent by an express to Hugly and proceeded on our voyage.

October 16.—Early in the morning, we passed by a village called SINADGHUR and by 5 o'clock this afternoon, we got as far as Rewee, a small village belonging to Wooderay, a Jemadar that has all the country on that side of the water almost as far as over against Hugly. It is reported by the country people that he pays more than twenty Lack of rupees per annum to the King, rent for what he possesses, and that about two years since, he presented above a lack of rupees to the Mogull and his favourites to divert his intention of hunting and hawking in this country, for fear of his tenants being ruined and plundered by the emperor's lawless and unruly followers. This is a fine pleasant situation, full of great shady trees, most of them tamarins well-stored with peacocks and spotted deer, like our fallow-deer : we saw 2 of them near the riverside at our first landing."

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক মহারাজ ভবানন্দের প্রপৌত্র মহারাজ রুদ্রই যে এই বর্ণনায় Wooderay বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হেজেসের বর্ণনায় মহারাজ রুদ্র রায়ের যে প্রজাবৎসল

মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, কৃষ্ণনগর-রাজের প্রজাগণের তাহা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়। হেজেস বলিয়াছেন, ফুলিয়ায় ডিনার সমাপ্ত করিয়া চিঠিপত্র লিখিয়া তিনি নৌকা ছাড়িয়াছিলেন। রাত্রে সম্ভবতঃ শান্তিপুরের নিকটে কোথাও নৌকা ছিল। তিনি খুব প্রাতে SINADGHUR নামক স্থান অতিক্রম করেন এবং অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় রেউই অর্থাৎ কৃষ্ণনগরে উপনীত হন। কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর ও নবদ্বীপ থানার আধুনিকতম মানচিত্র দেখুন। প্রাতে ৬টা হইতে বৈকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত ১১ ঘণ্টা হইতে মধ্যাহ্ন আহারাদির জন্য এক ঘণ্টা বাদ দিয়া দশ ঘণ্টা নৌকা চলিয়াছিল ধরিয়া হিসাব করিতেছি। নৌকা উজাইয়া চলিয়াছিল। এ অবস্থায় ঘণ্টায় দুই মাইলের বেশী যাওয়া নৌকার পক্ষে অসাধ্য ছিল। কাজেই জলপথে সিনাদঘার কৃষ্ণনগর হইতে কুড়ি মাইলের বেশী দূরে হইতে পারে না। ফুলিয়া হইতে গঙ্গা ও জলঙ্গীর বর্ত্তমান খাতের পারে পারে সিনাদঘার এই ধ্বনিসাদৃশ্যের একটি গ্রামের নামও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।* আমার মনে হয়, জলঙ্গীর প্রাচীন খাতের উপর অবস্থিত শিঙ্গাডাঙ্গাই বিদেশীর কর্ণে "সিনাদঘার"-এ পরিণত হইয়াছিল। এই প্রাচীন খাতের পথে শিঙ্গা-ডাঙ্গা হইতে কৃষ্ণনগর সতের মাইল দূর।

তৃতীয় সমস্যা

আর একটি সমস্যার আলোচনা করিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার মোগলপক্ষে যোগ দিয়া মানসিংহকে সাহায্য করিয়া প্রতাপাদিত্যের পতন ঘটাইয়া বড় হইয়াছিলেন। এই অভিযোগে ভবানন্দ বেচারীর প্রেতাত্মাকে বহু নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নাট্যকারও ভবানন্দের লাঞ্ছনার ত্রুটি করেন নাই। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় নদীয়া-কাহিনী লিখিতে বসিয়া ঐ প্রচলিত কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র।

১৩৩৯ সনের ফাল্গুন মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় "প্রতাপাদিত্যের কথা" নামক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে ভবানন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগের সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। আমাদের দেশের শিথিল ইতিহাস-আলোচনা-পদ্ধতির ফলেই ইতিহাসক্ষেত্রে এই ভিত্তিহীন অভিযোগের এত দিন টিকিয়া থাকা সম্ভব হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে মূল কথা কয়টার পুনরুক্তি এই স্থানে করিতেছি।

১। প্রতাপাদিত্য স্বদেশ উদ্ধারকামী বীর ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি মোগল-পক্ষের অনুগত লোক ছিলেন। তাঁহার সহিত মোগলগণের অবিশ্রাম যুদ্ধের কাহিনী একেবারেই মিথ্যা।

২। তাঁহার পতন মানসিংহের হস্তে ঘটে নাই, বাহার-ই-স্তানের আবিষ্কারে এই সত্য স্পষ্ট হইয়াছে—রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্রেও মানসিংহের সহিত তাঁহার সখ্যের কথাই আছে। কাজেই প্রতাপাদিত্যের পতনে মানসিংহকে সাহায্য করিয়া ভবানন্দের জমিদারী লাভের কথা মিথ্যা।

৩। ইসলাম খাঁর আমলে সুবাদার ইসলাম খাঁকে যথোচিত সাহায্য না করাতে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। সেই অভিযান জলপথে ভবানন্দের জমিদারীর উপর দিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হয়। তখন অনুগত জমিদার ভবানন্দ এই অভিযানকে সাহায্য করিয়া থাকিবেন, যদিও বাহার-ই-স্তানের বিস্তৃত বিবরণেও ভবানন্দের নামোল্লেখ অথবা ভবানন্দের সাহায্যের কোন উল্লেখ নাই।

৪। কৃষ্ণনগর-রাজগণের জমিদারীর মূল দলিল দুইখানি,—প্রথমখানি জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরের=১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ফর্ম্মাণ। দ্বিতীয়খানি

---

* শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার নদীয়া কাহিনীতে SINADGHUR-কে Sreenagar-এ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। মূলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিবার কালে এ রকম ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত অসঙ্গত। মল্লিক-মহাশয় এই শ্রীনগর কোথায় তাহার নির্ণয়ে কোন যত্ন করেন নাই। কৃষ্ণনগর-রাজগণের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগরের নাম স্মরণে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই রাজধানী শ্রীনগর রাণাঘাটের বারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চাকদহ থানার এক প্রান্তে অবস্থিত।

১০২২ হিজরী=১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ কেহই এই দলিল দুইখানি যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করেন নাই। এমন কি দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে প্রথম দলিলখানি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি উভয় দলিলেরই ফটো লইয়া উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা অনুবাদ করাইয়াছি। উভয় দলিলই বেশ অক্ষত ও স্পষ্ট আছে। প্রথম দলিলে দেখা যায়, রাজা ভবানন্দ তাঁহার দুই ভাই রাজা বসন্ত ও দুর্গাদাসকে দিল্লী পাঠাইয়া এই ফর্ম্মাণ আনাইয়াছিলেন। ভবানন্দ পূর্ব্ব হইতেই বাগোয়ান, মার্টিয়ারী ও নদীয়া, এই তিন পরগণার অধিকারী ছিলেন। প্রথম ফর্ম্মাণখানির দ্বারা মানসিংহের অনুরোধে তাঁহাকে অধিকন্তু মহৎপুর পরগণা ১২০০০৲ টাকা বার্ষিক রাজস্বে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ফর্ম্মাণ দ্বারা পূর্ব্ব চারি পরগণার উপরও আরও সাত পরগণা দেওয়া হয়। দুই ফর্ম্মাণের এক ফর্ম্মাণেও প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সাহায্যের কোন উল্লেখ নাই। এই ফর্ম্মাণ দুইখানি সানুবাদ এবং সটীক আমি অন্যত্র শীঘ্রই প্রকাশিত করিব। ভবানন্দের বিরুদ্ধে যে যুগ যুগ ধরিয়া মিথ্যা অভিযোগ সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে তাহা দূর করিতে পারিয়া থাকিলে চেষ্টা সার্থক মনে করিব। *

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের একবিংশ কৃষ্ণনগর অধিবেশনে ইতিহাস শাখায় সভাপতির অভিভাষণের শেষাংশ।

চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কে ডক্টর ভাণ্ডারকরের ছাত্র বলা হইয়াছে। ইহা সত্য নহে বলিয়া ডক্টর রায়চৌধুরী আমাকে জানাইয়াছেন।

ইতিহাসক্ষেত্রে কর্ম্মিগণের কর্ম্মের পরিচয় দিতে গিয়া অনেক কর্ম্মীর নাম বাদ পড়িয়াছে,—ইহার জন্যও আমি অত্যন্ত দুঃখিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ডক্টর শ্রীযুক্ত অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেব, মুদ্রাতত্ত্ববিৎ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী, প্রত্নলিপিতত্ত্ববিৎ ডক্টর শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুবিমল সরকার, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর দত্ত, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ডক্টর শ্রীযুক্ত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার, ডক্টর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী, শ্রীমান্ অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি বহু কর্ম্মীর কর্ম্মের কোন পরিচয় আমি দিতে পারি নাই। আজ ইঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া এবং ইতিহাসক্ষেত্রে বাংলা দেশে কর্ম্মীর অভাব নাই, গর্ব্বের সহিত এই কথা উপলব্ধি করিয়া মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। স্থানীয় ইতিহাসক্ষেত্রে ৺সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত যশোর-খুলনার ইতিহাস এবং শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনের বগুড়ার ইতিহাসের স্থান অতি উচ্চে। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয়ের নদীয়া-কাহিনী, এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত হিজলির মসনদ্-ই-আলা এই ক্ষেত্রে দুইখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

—লেখক